MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

Linguistic Heritage of the Bhumij Community in Purulia

পুরুলিয়া জেলার ভূমিজ উপজাতির ভাষা

Shambhu Sing Patar

Research Scholar, Dept. of Bengali
Sidho Kanho Birsha University, Purulia, West Bengal, India.
Email: shambhu.singpatar@gmail.com
Page No: 180-185

Abstract: *This paper examines the linguistic heritage, contemporary endangerment, and ongoing revival of the Bhumij language—an Austroasiatic Munda tongue—among the tribal population in Purulia, West Bengal. Once vibrant, the language now faces acute vulnerability due to linguistic hegemony, socio-economic migration, lack of state patronization, and shifting community attitudes. In response to this existential threat, the Bhumij community has spearheaded a grassroots resurgence across blocks like Kashipur, Puncha, and Bandwan by establishing indigenous schools named Ol Onol Akhra. The study highlights the development of the native Ol Onol script (devised in 1995 from traditional ritual motifs), phonological properties comprising 61 phonemes, fundamental grammatical structures across tense, gender, number, and person, along with basic lexical inventories. Ultimately, it emphasizes that sustained linguistic survival requires institutional recognition, mother-tongue schooling, livelihood integration, and proactive collective community stewardship.*

Keywords: *Bhumij Language, Ol Onol Script, Language Endangerment, Purulia Tribal Heritage, Linguistic Revitalization.*

আমাদের দেশ বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়ের দেশ। নানা জাতির নানা ভাষা বিদ্যমান। প্রতিটি জাতির ভিন্ন সংস্কৃতি রয়েছে, রয়েছে নির্দিষ্ট মাতৃভাষা। মাতৃভাষা মানুষের কাছে মাতৃদুগ্ধ সম। একটি জাতির ভাষাই বলে দেয় সেই জাতি কতটা সমৃদ্ধ। পুরুলিয়া জেলায় নানা জাতির মানুষের বসবাস, উচ্চবর্ণের মানুষের পাশাপাশি তফসিলি জাতি ও উপজাতি মানুষের বসবাস লক্ষ করা যায়। এখানকার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে তফসিলি উপজাতি বা আদিবাসী মানুষ। একসময় প্রতিটি তফসিলি উপজাতির মাতৃভাষা প্রাণবন্ত ছিল। বর্তমানে অনেক তফসিলি উপজাতির মাতৃভাষা লুপ্তপ্রায়। লুপ্তপ্রায়ের নেপথ্যে সম্ভাব্য কারণগুলি হল- জাতির স্থানান্তর, সেই জাতির নিজ ভাষার প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়, আধুনিকতা, রুচি প্রভৃতি। পুরুলিয়া জেলায় বসবাসকারী উল্লেখযোগ্য আদিবাসী সম্প্রদায় হল— সাঁওতাল, ভূমিজ, কোড়া, শবর, মাহালী, লোহার, চিক বারাইক ইত্যাদি। এইসব তফসিলি উপজাতিদের মধ্যে পুরুলিয়া জেলার একমাত্র সাঁওতাল উপজাতির ভাষা সাঁওতালি ছাড়া বাকি অন্যান্য তফসিলি উপাজাতির মানুষের ভাষা মৃতপ্রায়। ভূমিজ উপজাতির মানুষ তাদের ভাষাতে কথা বলার চেষ্টা করছেন। তারা নতুন ভূমিজ ভাষা বিদ্যালয় নিজ উদ্যোগে গড়ে তুলছেন।

ভূমিজ ভাষা হল ভূমিজ উপজাতিদের ভাষা। ভূমিজ ভাষা অস্ট্রোএশীয় মুন্ডা ভাষা পরিবারের একটি ভাষা। ভূমিজ ভাষা উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের ভূমিজ উপজাতির মানুষ কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে 'ভূমিজ গ্রামার' বইয়ে রামস্বামী লিখেছিলেন—

"The Bhumij speakers of Orissa claim that Mundari and Bhumij speech are closely related. Since there is mutual intel-ligibility between these two and since they are socially accepted as dialects of the same language, they may be considered as dialects. There are, however, many differences between them at the phonetic, phonological and grammatical levels."[১]

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদনীপুর জেলার ভূমিজ সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ কথা বলেন। বর্তমানে পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর, পুঞ্চা, বান্দোয়ান ও পুরুলিয়া-১ ব্লকের টামনা থানা এলাকায় ভূমিজ জাতির মানুষ তাদের নিজ প্রচেষ্টায় ভূমিজ ভাষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই বিদ্যালয়গুলির প্রধান পরিচালকের ভুমিকায় রয়েছে ভূমিজ সমাজ। তারা একটি বোর্ড গঠন করেছে যার নাম "ভূমিজ ভাষা উন্নয়ন বোর্ড, পশ্চিমবঙ্গ"। ভূমিজ ভাষার একটি নিজস্ব লিপি রয়েছে। লিপির নাম হল 'অল ওনোল'। ময়ূরভঞ্জ জেলার মহাদেবডিহি গ্রামের মহেন্দ্রনাথ সরদার ও তাঁর স্ত্রী

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

ললিতা সরদার ১৯৯৫ সালে ভূমিজ ভাষায় লেখার জন্য একটি স্বতন্ত্র লিপি তৈরি করেন। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬-র মধ্যে ময়ূরভঞ্জের জামবনি গ্রামের কার্তিক সিং-এর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে 'ভূমিজ গ্রামার' বইয়ে রামস্বামী লিখেছিলেন—

"Bhumij has 61 sounds of which, 20 are vowels and 41 are consonants. The total number of sounds of this language is not less comparatively though in certain places, the sounds are very few."[২]

যে ভূমিজ ভাষায় ৬১টি ধ্বনি আছে, যার মধ্যে ২০টি স্বরধ্বনি আর ৪১টি ব্যঞ্জনধ্বনি। মহেন্দ্রনাথ সরদার ও ললিতা সরদার তাঁদের রচিত বর্ণমালা সাজিয়েছেন ৩০টি বর্ণ দিয়ে। এই ৩০টি বর্ণ ৩০টি ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করছে। 'অল ওনোল' যার আক্ষরিক অর্থ হল 'ভাষা আলপনা'। এই লিপি ভূমিজ সমাজ দ্বারা স্বীকৃত। বর্ণমালার নামে আলপনা শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ প্রতিটি বর্ণ তৈরি হয়েছে পরম্পরাগতভাবে ভূমিজদের ঘরে-দেওয়ালে উঠোনে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে আঁকা আলপনার অংশ থেকে। এই লিপিটি আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এটি একটি মৌখিক ভাষা ছিল। যদিও ভূমিজ ভাষা লেখা হয় দেবনাগরী, ওড়িয়া ও বাংলা হরফে। এই ভাষায় ভারতে প্রায় ১০,০০০০ জন মানুষ কথা বলেন। ভূমিজ জাতির ভাষা সম্পর্কে রাজেশ সর্দার তাঁর 'ভূমিজ ব্যাকরণ' গ্রন্থে বলেছেন—

"ভূমিজ জাতি গোষ্ঠীর ভাষা ভূমিজ ভাষা। এই ভাষা আজ থেকে প্রায় ১৫০০-২০০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে কথ্য ভাষা রূপে প্রচলিত হয়ে আসছে। "The Church Missionary of Atlas" বইয়ের একটি তথ্য অনুসারে ১৮৭১ সালের সময়ে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের ২৫০০ বর্গমাইল এলাকায় ভূমিজ ভাষী লোক সংখ্যা ছিল দুই লক্ষের বেশি (২০১১১৭ জন)।"[৩]

এই ভূমিজ ভাষা অতি প্রাচীন ভাষা। আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে ভূমিজ ভাষার মানুষের সংখ্যা ছিল অনেক। সময়ের কালস্রোতে এই ভাষাভাষীর সংখ্যা কমে আসছে। এটার পিছনে নানা কারণ থাকতে পারে। যেমন- কথ্য ভাষা, সমাজ সচেতনতা, লিপি ইত্যাদি।

'ওল ওনোল' লিপি সম্পর্কে ভূমিজ ভাষার মানুষজনেরা বলেন—

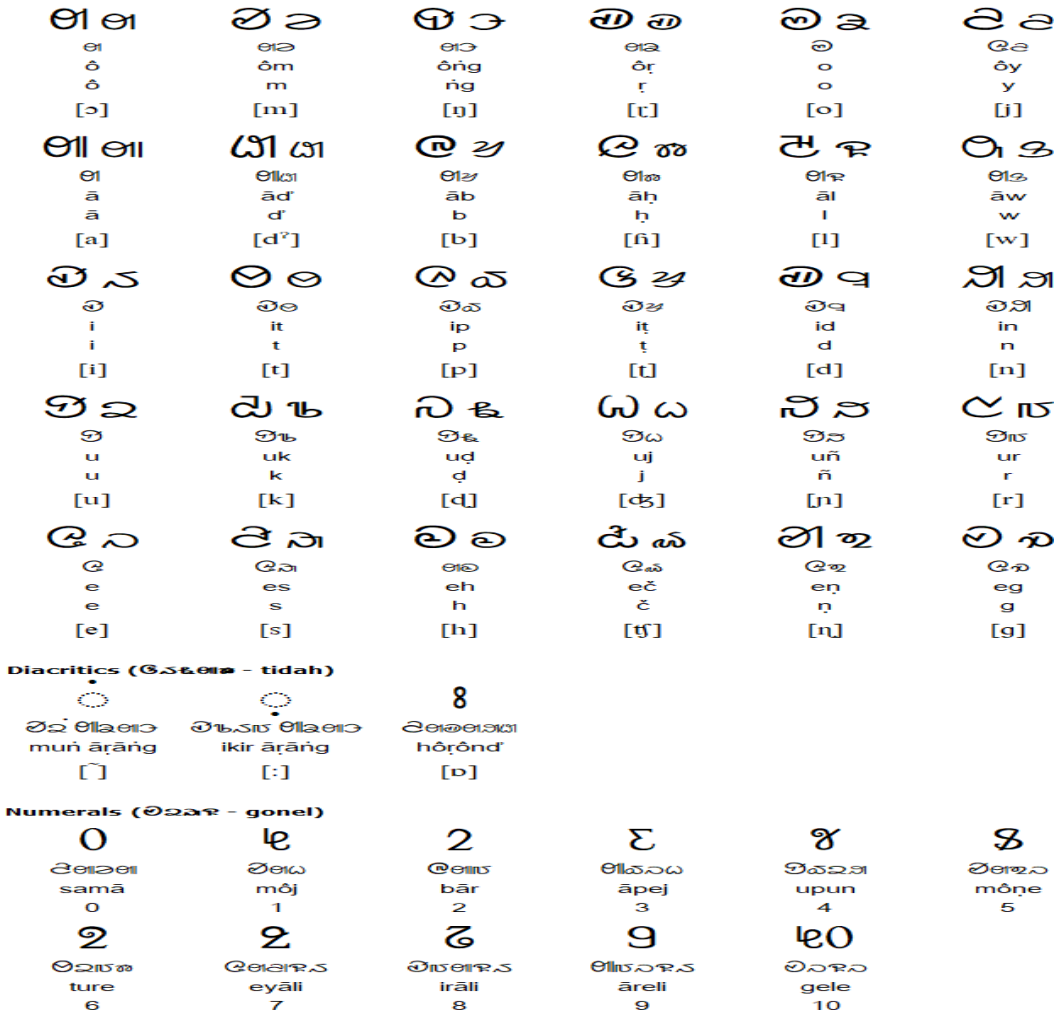
"এই লিপি নতুন হলেও ভূমিজ পরম্পরার মধ্যেই এর শিকড় গাড়া আছে-বিভিন্ন বর্ণের লিপিরূপ সৃষ্টির জন্য এখানে বিভিন্ন আলপনার অংশ ব্যবহৃত হয়েছে, যে আলপনাগুলো ভূমিজরা পরম্পরাগতভাবে বহু যুগ ধরে তাঁদের ঘরে -দুয়ারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহার করে আসছে। সেইজন্যই এই লিপি ভূমিজদের কাছে এত আপন ও আত্মসম্মানের বিষয় হয়ে উঠেছে।"[৪]

তবে ভূমিজ ভাষার কোন লিখিত নিদর্শন ছিল না। তবে মৌখিক ধারায় এ ভাষা জীবিত ছিল। সময়ের স্রোতে পুরুলিয়া জেলার ভূমিজদের নিজস্ব ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন বিশেষ করে 'ভারতীয় আদিবাসী ভূমিজ সমাজ'-এর উদ্যোগে পুরুলিয়া জেলায় ভূমিজ ভাষার পুনরুত্থান ঘটে। এইসব সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন বই বের হয়। তারা প্রতিনিয়ত অফলাইন-অনলাইনে এই ভাষা নিয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। বিপ্লব নায়ক তার 'ভূমিজ পুনরুত্থান' ভূমিজ ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৃতীয় পরিসর যৌথ ভূমিজ ভাষা নিয়ে একটি স্বল্প মেয়াদের কোর্স শুরু করে ভূমিজ ভাষার প্রসারে। সম্প্রতি পুরুলিয়ার রাজেশ সর্দার 'ভূমিজ ব্যাকরণ' বই লিখেছেন। সেখানে তিনি ভূমিজ ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখন পুরুলিয়া জেলায় অনেক ভূমিজ ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। যেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'অল ওনোল আখড়া'। আর এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে আসীন ভূমিজ সমাজের মানুষেরা। তাদের নিজস্ব ভাষা জীবিত ছিল পার্শ্ববর্তী রাজ্যের ঝাড়খন্ড ও উড়িষ্যায়, সেখানে সরকারিভাবে ভূমিজ ভাষার স্বীকৃতি পায়। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ভূমিজ সামাজিক সংগঠন তাদের ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং এই আন্দোলন এখনও চলছে।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

ভূমিজ ভাষার লিপি পরিচয়

অল ওনোল লিপি[৫] :



ওল ওনোল লিপির বৈশিষ্ট্য:

১. 'ওল ওনোল' লিপি দু-ভাবে লেখা হয়। বড় হরফ, ছোট হরফ। বড় হরফকে বলা হয় 'ওল অনল', ছোট হরফকে বলা হয় 'গালং অনল'।

২. সাধারাণত এ লিপি লেখা হয় বাম দিকে ডান দিক থেকে।

৩. এই লিপির বর্ণমালাতে কোন মাত্রা থাকে না।

৪. এই লিপিতে উচ্চারণের উপর ভিত্তি করেই শব্দ লেখা হয়। আমরা যেভাবে রোমান হরফে কোন নাম লিখি সেরকমভাবেই এই লিপিতেও উচ্চারনের উপর ভিত্তি করেই শব্দ লেখা হয়।

৫. এই বর্ণমালায় স্বরধ্বনির সাহায্য ব্যতিত ব্যাঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হতে পারেনা।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

ভূমিজ ভাষায় নিজের পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে এই ভাবে—

ভূমিজ ভাষায় পরিচয়	বাংলা ভাষায় পরিচয়
আলিঞা নুমুঃ- পদ্মলোচন সিং মুড়া, হাতু-পারমটিকর, চিটি অড়া - বুড়দা, সিপাহি অড়া-বাঘমুন্ডি,পনত-পশ্চিমবঙ্গ,উক্শ্মশান-পারমটিকর।	নাম- পদ্মলোচন সিং মুড়া, গ্রাম-পারমটিকর, ডাক ঘর-বুড়দা, থানা- বাঘমুণ্ডি, জেলা– পুরুলিয়া, রাজ্য – পশ্চিমবঙ্গ, হাড়শালি– পারমটিকর।

ভূমিজ ভাষা শব্দ ভাণ্ডার:

বাংলা শব্দ	ভূমিজ ভাষা	বাংলা ভাষা	ভূমিজ ভাষা
দিন	সিঙ্গি	দুয়ার	দুবার
রাত	নিদা	দেওয়াল	কাঁত
সকাল	সেতাঃ	খোলার ঘর	খাপরাঃ অড়া
নিমন্ত্রণ	গিরা/ নেবতা	দরজা	কপাট/ টাটি
পাহাড়	বুরু/ বিরিন	চাল	সাডমি
সাদা	পুঁড়ি	হাল	নাল
ছেলে	কোড়া হনে	গোয়াল	গোড়াঃ অড়া
মেয়ে	কুড়ি হনে	লাউ	সুকু
কত	চিমিন	বেগুন	বেংগাড়
মানুষ	হোড়ও/মানমি	সীম	মানাল
পলাশ ফুল	মরু বাহা	মাছ	হাই
মহুল ফুল	মাতকম বাহা	মদ	আরকি
সাল ফুল	সারজম বাহা	তেল	সুনুম
শিমুল ফুল	এদেল বাহা	জল	দাঃ
গাছ	দারু	পিঠা	লাঅ
সাল গাছ	সারজম দারু	চিড়া	তাবেন
মহুল গাছ	মাতকম দারু	গুগলী	গেংড়া
বাঁশ গাছ	মাট/ মাদ ঝাণ্ডা	টমাটো	বিলাতি
জাম গাছ	কুদা দারু	ভাত	মাড়ি
নীম গাছ	নিমদারু	ভাতের মাড়	দাঃ কো
দাঁত	ডাটা	বাঁধাকপি	পটম কপি
মাথা	রোঃ	ফুলকপি	বাহা কপি
বাহু	বাঁহী	দড়ি	বায়ার
পা	কাটা	থালা	থারি
কান	লুতুর	বাতা	বাতা
নাক	সু	লাঠি	উঁড়াঃ
চোখ	মেঅ	পুয়াল	বুসু

ভূমিজ ভাষার ব্যাকরণগত দিক:

ক) ভূমিজ ভাষায় ক্রিয়ার তিনটি কাল লক্ষ করা যায়। অতীত কাল, ভবিষ্যৎ কাল ও বর্তমান কাল।

খ) ভূমিজ ভাষায় লিঙ্গ সাধারণত দুই প্রকার যথা— পুং লিঙ্গ এবং স্ত্রী লিঙ্গ। তবে উভয় লিঙ্গের প্রচলন রয়েছে। উভয় লিঙ্গের ক্ষেত্রে কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন— সাঁড়া ইত্যাদি।

গ) ভূমিজ ভাষায় বচনের ব্যবহার রয়েছে। একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন	
উ পু	সেনলেনাঞ	সেনলেনালিঙ্গ	সেনলেনালে	গিয়েছিলাম
ম পু	সেন লেনাম	সেন মেলাবেন	সেন লেনাপে	গিয়েছিলে
অ পু	সেনলেনায়অ	সেন লেনাকিন	সেন লেনাকো	গিয়েছিলো

ঘ) ভূমিজ ভাষায় প্রথম পুরুষ, উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের প্রচলন রয়েছে।
আমি— ইঞ/ আঞ
আমরা— আলে /আবুঃ
তিনি/উনি— আকিন
তারা /ওরা/তাঁরা— আকে
তুমি— আম
আপনি— আকেন
চ) ভূমিজ ভাষায় বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয় ও ক্রিয়া প্রভৃতি নামপদের ব্যবহার দেখা যায়।
এবং— অড়োঃ/আর
যে— জাঁহায়
ছ) ভূমিজ ভাষার সর্বনামগুলি হল—
এই — নিইঅ
এটা — নিয়া
সে/ও — ইনিঞ
ওটাই — ওনাকে
এটাই — নিয়াগে

ভূমিজ ভাষা লুপ্ত হওয়ার কারণ:

- **অন্যান্য ভাষার প্রভাব:** ভূমিজ ভাষা লুপ্ত হওয়ার একটি অন্যতম বড় কারণ হল অন্যান্য ভাষার প্রভাব। বিশেষ করে বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দির মতো ভাষার প্রভাব। নিজ গৃহে ও নিজ গোষ্ঠীর জন্য তারা নিজ মাতৃভাষা ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু পড়াশুনা ও সরকারি দপ্তরের কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে ভূমিজ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্র হ্রাস ঘটে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্র হ্রাসের ফলে ভাষাও হারিয়ে যাচ্ছে।
- **সরকারি নীতি:** ভূমিজ ভাষাকে সংরক্ষণ করার সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এই ভাষায় শুধু ঐ সমাজের মানুষজন নিজ গৃহে ও নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে কথা বলেন। কিন্তু তারা সরকারিভাবে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কাজকর্ম করে। ফলে এই ভাষা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে।
- **স্থানান্তর:** ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন এনেছিল। জীবিকার প্রয়োজনে অনেক ভূমিজ ভাষা-ভাষী মানুষ অভিবাসনে যেতে বাধ্য হয়েছিল। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আসামের চা বাগান চলে গিয়েছিল। ফলে তাদের মাতৃভাষায় কথাবার্তা বলা এবং মাতৃভাষা রক্ষার তাগিদ কমে আসে।
- **আধুনিকতা:** আধুনিকতা ও নগরায়নের ফলেও ভূমিজ সমাজে এই ভাষা কমতে থাকে।
- **ভাষা সম্পর্কে উদাসীনতা:** যুবকদের এই ভাষা সম্পর্কে হীনমন্যতা বা অন্যান্য লোকজনের কাছে লজ্জা অনুভব ইত্যাদির ফলে এই ভাষা হারিয়ে গেছে। নিজ সমাজের মানুষের অনিচ্ছা এই ভাষার অবলুপ্তির অন্যতম কারণ।
- **কর্মসংস্থান:** এই ভাষায় কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। এর ফলে ভাষা শেখার ইচ্ছেও নেই এই জাতির।

ভূমিজ ভাষা হারিয়ে যাওয়া মানে ভূমিজ জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পরিচয় হারিয়ে যাওয়া। ভূমিজ ভাষা শুধু মৌখিক মাধ্যম নয়, এগুলির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটি গোটা জনজাতির জীবনদর্শন, গান, গল্প, আচার ও বিশ্বাস। তাই এই ভাষাকে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। ভূমিজ ভাষা সংরক্ষণ করতে হলে সরকারকে কতকগুলি সিধান্ত গ্রহণ করতে হবে—

১. ভূমিজ ভাষায় সরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
২. ভূমিজ ভাষায় কোন কর্মসংস্থান নেই। এই ভাষায় কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকলে ভূমিজ জাতির মানুষ ভূমিজ ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখাবে।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

৩. একটি জাতির ভাষার গুরুত্ব কতটা এ বিষয়ে সরকারকে ভূমিজ সমাজের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। এরফলে ভূমিজ সমাজের মানুষেরর মধ্যে ভাষা সম্পর্কে হীনমন্যতা কেটে উঠবে।
৪. সরকারকে ভূমিজ ভাষায় বই রচনার জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে।
৫. সরকারি অফিস–আদালতে ভূমিজ ভাষার প্রচলন করতে হবে।

তবে শুধু সরকারি উদ্যোগেই নয়, ভূমিজ ভাষাভাষী মানুষের স্বতপ্রণোদিত চেষ্টাও থাকতে হবে। এভাবেই সরকার, ভূমিজ সমাজ ও পরিবারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভূমিজ ভাষাকে নতুন প্রাণ দেওয়া সম্ভব।

Endnotes

১. N. Narayanswami, Bhumij gramar, Central institute of Indian language, Sravana 1914, page -4
২. তদেব, পৃ- ১০
৩. সর্দার, রাজেশ। ভূমিজ ব্যাকরণ। তিতকি। প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০২৬, পৃ- ৩
৪. নায়ক, বিপ্লব। ভূমিজ পুনরুত্থান। তৃতীয় পরিসর, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০২৩, পৃ- ৮০
৫. https://www.omniglot.com/writing/nagchiki.htm

Bibliography

- বাস্কে, ধীরেন্দ্র নাথ। সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য ইতিহাস (প্রথম খণ্ড। বাস্কে পাবলিকেশন, দশম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর,২০০৯
- N. Narayanswami, Bhumij gramar, Central institute of Indian language, Sravana 1914
- নায়ক, বিপ্লব। ভূমিজ পুনরুত্থান। তৃতীয় পরিসর, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০২৩
- সর্দার, তপন কুমার। আদিমভূমিজ ভাষা ও ভাষা শিক্ষা।

পত্র-পত্রিকা:

- পশ্চিমবঙ্গ (পুরুলিয়া জেলা সংখ্যা), ২০০৭
- মাতৃভাষা ভাষিক মানবাধিকারের পত্রিকা, সম্পাদক- সজল রায়চৌধুরী (অষ্টম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর ২০২১ ও তৃতীয় সংখ্যা, ফ্রেব্রুয়ারী ২০২২)

ঋণ স্বীকার:

- পদ্ম সিং মুড়া (৫৫), বাগতি, বাঘমুণ্ডি, পুরুলিয়া।
- বিনয় সিং সর্দার (২৭), কোটশিলা, পুরুলিয়া।
- অমর সিং সর্দার (৩২), অগাঝোর, বরাবাজার।
- মৌমিতা বাস্কে(২৯), আসনবনি, হুড়া।
- জগন্নাথ সিং বাবু(৩০), বাঁধড়ি, বাঘমুন্ডি।
- কৃষ্ণপদ সিং সর্দার (৪৮), বুরুডি, বোরো।

———